দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 18 JAN 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

সাতক্ষীরায় স্কুলছাত্রী প্রধান শিক্ষকের কোপানলে

স্টাফ রিপোর্টার, সাতক্ষীরা ॥ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির মামলা করে বিপাকে পড়েছে সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার খাজরা ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু এসএসসি পরীক্ষার্থী। বাবা ও শ্বশুরকে টাকা দিয়ে ম্যানেজ করে মামলা প্রত্যাহার করার জন্য ছুটির দিনে তার কাছ থেকে জোরপূর্বক এফিডেফিড করে নেয়ার চেষ্টা চালানো হয়। এ অবস্থায় নিজের জীবনের নিরাপত্তার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে লাঞ্ছিত ওই স্কুলছাত্রী। হুমকির মুখে ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষায় তার অংশগ্রহণের বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

লাঞ্ছিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দশম শ্রেণীর ওই স্কুলছাত্রী জানায়, প্রধান শিক্ষকের কু'প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় প্রধান শিক্ষক জিএম সাঈদার রহমান গত ৬ জানুয়ারি সকালে স্কুল কম্পাউন্ডের এক রুমে তার শ্লীলতাহানি করে। স্কুলের এক সহকারী শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে গেলে তাকে লাঞ্ছিত করা হয়। এ ঘটনায় পরদিন সে বাদী হয়ে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা করে স্বামীর সঙ্গে সে শ্বশুরবাড়ি খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার লস্কর গ্রামে চলে যায়। এই ঘটনায় ওইদিনই বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি বিপ্লব কুমার দাস প্রধান শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করেন। এরপর থেকে প্রধান শিক্ষককে বাঁচাতে মাঠে নামেন

শ্লীলতাহানির মামলা করে বিপাকে

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। এর পর বাবা ও শ্বশুরকে দু' লাখ টাকা দিয়ে মানেজ করে মামলার অভিযোগ সত্য নয় মর্মে এফিডেফিড করিয়ে নেয়ার জন্য গত বৃহস্পতিবার থেকে মেয়েটির ওপর চাপ প্রয়োগ করা শুরু হয়। শুক্রবার মামলার বাদী নির্যাতিত স্কুলছাত্রীকে পাইকগাছা আদালতের আইনজীবী সমিতির কার্যালয়ের এক আইনজীবীর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে এফিডেফিডে স্বাক্ষর করানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করতে তার শ্বশুর সুবোল চন্দ্র মন্ডল হাতে বিষের বোতল নিয়ে আত্মহত্যা করার হুমকি দেন। খবর পেয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি বিপ্লব কুমার দাস, পাইকগাছা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) রেজুকুজ্জামান, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি সামছুর রহমানসহ খাজরা এলাকার কয়েকজন তাকে উদ্ধার করে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। লোকজন আসার খবর পেয়ে প্রধান শিক্ষক চাদর মুড়ি দিয়ে সন্ত্রাসী বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে কোর্ট চত্বর থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যায়। এদিকে বাবা ও শ্বশুর আসামির পক্ষে অবস্থান নেয়ায় মেয়েটিকে জীবনের নিরাপত্তার জন্য তাকে স্থানীয় গ্রাম পুলিশ সনাতন মন্ডলের বাড়িতে রাখা হয়। এ অবস্থায় তার সংসার জীবন ও শিক্ষা জীবন নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি তার সংসার ভাঙ্গার জন্য অপপ্রচার চালাচ্ছে ওই প্রধান শিক্ষক ও তার ভাড়াটে সন্ত্রাসী বাহিনী।